দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 APR 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

মেধা তালিকা বিষয়ক জটিলতা

ঘটনাটি তিন মাস বারো দিন আগের। প্রায় সাড়ে তিন মাস আগেকার, অর্থাৎ ২০ ডিসেম্বরের এ ঘটনাটি প্রসঙ্গ হিসাবেও অপ্রিয় ঠেকতে পারে। এ নিয়ে আলোচনা শুরু করতেও তাই কুণ্ঠা জাগছে। আলোচনা অবশ্য এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা, সব বিবেচনাতেই বিষয়টিকে গুরুতর বলে মানতে হবে। এর সঙ্গে শিক্ষার নির্ভরযোগ্যতা থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের স্বস্তি–অস্বস্তির প্রশ্নও গভীরভাবে জড়িত। এমন জাতীয় গুরুত্বের অধিকারী একটি বিষয় অপ্রিয় ঠেকলেও পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। বিষয়টি এইচএসসি পরীক্ষার প্রকাশিত ফল সংক্রান্ত জটিলতা।

গত ডিসেম্বরের কুড়ি তারিখ ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ নিয়ে তুমুল হট্টগোলের সূত্রপাত ঘটে। প্রকাশিত ফলাফল অসম্পূর্ণ বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। আর বোর্ডের পক্ষ থেকেও এ অভিযোগ মেনে নিয়ে স্বীকার করা হয়, ফলাফলের তালিকা থেকে অনেক শিক্ষার্থীই বাদ পড়ে গেছে। বলা হয়, কম্পিউটারে ফলাফল চূড়ান্ত করার এক পর্যায়ে এ ভুলটি ঘটে গেছে। আশ্বাস দেয়া হয়, অচিরেই বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করে বোর্ডের ফলাফল পূর্ণ করা হবে। অজুহাত হিসাবে উল্লেখ করা হয়, বোর্ডের বাইরে অর্থাৎ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার কেন্দ্রে ফলাফল চূড়ান্ত করতে গিয়েই এ বিপত্তি ঘটেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, তার আশ্বাস পূরণ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও কিছু শিক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করেছে। শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের ক্ষোভ এবং যন্ত্রণা কিন্তু তাতে হ্রাস পায়নি। ক্ষেত্র বিশেষে তা বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপারটি এ জন্যেই গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে। এর বিশ্লেষণ এবং প্রতিকার হওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি। প্রথমই বলতে হয়, একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা এমন অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছিল কেন? বোর্ড আর কম্পিউটার সেন্টারের কাজে সমন্বয় সাধনে বিঘ্ন বা অসুবিধা কিছু থাকলে বোর্ড কর্তৃপক্ষের এবং কর্মীদের তা অজানা থাকার কথা নয়। সে অবস্থায় আরো কয়েকটি দিন সময় নিয়ে যাচাই করে ফল প্রকাশে অসুবিধে কিছু ছিল বলে আমাদের মনে হয় না। সুবিধে যে অনেক কিছুই ছিল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বাদ পড়া ফল নিয়ে উৎকণ্ঠা–উদ্বেগ–অশান্তি কিছুই ঘটতো না। আর দ্বিতীয় দফা ফল প্রকাশে সৃষ্ট বিড়ম্বনারও সুযোগ থাকতো না।

দুই দফায় একটি বোর্ডের ফল প্রকাশের ফলে তার পরিপূর্ণতা আর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ জোরদার হয়েছে। এমন একটা অবস্থা মাধ্যমিক বোর্ডের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদার একান্তই অনুপযুক্ত। তদুপরি প্রকাশিত ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত মেধা তালিকা তার নির্ভরযোগ্যতাই কেবল হারায়নি, সত্যিকার অর্থেই ধসে পড়েছে। দ্বিতীয় সংযোজনে মেধা তালিকায় নতুন সংযোজন কিছু ঘটেছে এবং আট আটটি নাম মেধা তালিকা থেকে খসে পড়েছে। এ এক বিপর্যয়কর অবস্থা। নতুনভাবে যাদের নাম যুক্ত হল তারা তাদের প্রাপ্য প্রচার আর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হল। অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা তো আছেই। আর যারা বাদ পড়লো তারা একদিকে যেমন অন্যায়ভাবে মর্যাদা ভোগের দায়ে অপরাধীর কাতারে ঠাঁই পেল, অন্যদিকে তেমনি প্রাপ্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চনার যন্ত্রণাও মাথায় তুলে নিতে বাধ্য হল; যা তাদের অভিভাবকদেরও স্পর্শ করতে বাধ্য। এভাবে উভয় দিক থেকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত, নিদেন যন্ত্রণাবিদ্ধ হলেন, মাধ্যমিক বোর্ড তাদের প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। এ দায়িত্ব কিভাবে পালন করা হবে তা জানানোর দায়ও অনস্বীকার্য।

এবার আমরা ঘটনার শুরুতে যাই। যে বিপত্তি সহজেই এড়ানো যেতো তাকে অনিবার্য করে তোলার রহস্য মোচনের মাধ্যমেই প্রতিকারের পথ পাওয়া যেতে পারে। অভিযোগ আছে, ব্যাপারটি ইচ্ছে করেই ঘটানো হয়েছে। বোর্ডের বাইরে ফলাফল সম্পাদনা বোর্ড কর্মীদের একটি অংশের পছন্দ নয়। এ নিয়ে নাকি আন্দোলন ছিল। আর তাই বিপত্তি ঘটিয়ে ফলাফল সম্পাদনার কাজ বোর্ডে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কি ঘটেছে, কেন ঘটেছে তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। তবে এমন একটি গুরুতর বিষয়ে জনশ্রুতিকেও উড়িয়ে দেয়া সঙ্গত নয়। বিশেষ করে সব কিছু খতিয়ে দেখলেই যেখানে যাবতীয় সংশয় নিরসনের সুযোগ আছে, সেখানে হাত–পা গুটিয়ে থাকা কাজের কথা নয়। আমরা তাই উপযুক্ত তদন্তের মাধ্যমে গোটা ব্যাপারটি যাচাই করার দাবী করি। এ পথেই পরীক্ষা তথা বোর্ড অতি জরুরী বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পেতে পারে, মিলতে পারে যাবতীয় দুর্ভোগের কিছু প্রতিকার। শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারও খেয়াল–খুশির বা হেলাফেলার বিষয় হতে পারে না। আমরা এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করি।

একই সঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল, ভবিষ্যতে বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে যেন এ ধরনের অব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পরীক্ষার ব্যাপারে লাভালাভের প্রশ্ন বাদ দিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থই সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান পাওয়া উচিত। বোর্ডের বিভিন্ন কান্ডকারখানায় ক্ষতিগ্রস্ত এবং মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা।